বই বিহীন ও স্থান-বিতর্ক ৩২তম কলকাতা বইমেলা ২০০৭ এর উদ্বোধন

নিখিল পাল

বই, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিমহল ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ছাড়াই উদ্বোধন হলো ৩২তম কলকাতা বইমেলা। সল্টলেক যুবভারতি স্টেডিয়ামের বাইরে চির প্রথা অনুযায়ী কাঠের পাটাতনে হাতুড়ি ঠুকে শব্দ করে বইমেলার উদ্বোধন করেন অস্ট্রেলিয়ার বুকার পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট সাহিত্যিক টমাস ক্যানেলি। তিনি বলেন, " বিপর্যয়ের মুখে পড়েও যেভাবে বইমেলা হচ্ছে তা প্রশংসনীয়।"

স্টল তৈরীর কাজ পরিদর্শন করছেন কিছু বিদেশী

"আগামী বছর কলকাতা ময়দানেই স্বমহিমায় কলকাতা বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে।" ২০০৭-এর বইমেলার উদ্বোধনী ভাষনে এই মন্তব্য করেন রাজ্যের ক্রীড়া ও পরিবহনমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কবি শঙ্খ ঘোষ বলেন, "সংস্কৃতি কোনও জায়গা বা স্থানের উপর নির্ভর করেনা। কোনও জায়গা থেকে সরিয়ে নিলেই সংস্কৃতি যদি ভেঙ্গে পড়ে, তাহলে সেই সংস্কৃতি ভঙ্গুর। আমরা মনে করি বাঙালির সংস্কৃতি এত ভঙ্গুর নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি 'রক্তকরবী' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণা টেনে এনে বলেন, জানালার পাশে লোহার স্তুপের মাঝখানে মাথা তুলে বেঁচে থাকা করবী গাছের ফুল ফোটা ও সেই সঙ্গে ফুলেরই উক্তি, আমি মরিনি, আমাকে মারতে পারেনি।

কাঠের পাটাতনে হাতুড়ি ঠুকে ৩২ তম বইমেলার উদ্বোধন করছেন অস্ট্রেলিয়ার সাহিত্যিক টমাস ক্যানলি

তেমনি এ বছরের কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশও বইমেলাকে মারতে পারেনি।

এখানে উল্লেখ্য যে গত দু সপ্তাহ আগে কলকাতার বুক ময়দানে পরিবেশ দুষনের মাত্রা বেশী থাকার জন্যে কলকাতা হাইকোর্ট এই ময়দানে বইমেলা আয়োজন বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন।

নিখিল পাল, কোলকাতা, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৭